দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 0.9 FEB 1993 ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

178

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ কয়েকটি প্রস্তাব

জনমত

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা তা ভাববার বিষয়। দেশের বর্তমান আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনা 'সম্পূর্ণ সফল' হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। কারণ, প্রত্যন্ত গ্রামে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে লেখাপড়া শেখার সুযোগ থাকলেও ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার খুবই নগণ্য। দরিদ্র পিতা–মাতার কাজের সহায়তা করাটা তাদের জীবন–ধারণের জন্য অপরিহার্য। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহু গরীব পিতামাতা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তাদের ছেলেমেয়েদের দিতে পারছেন না। আর এ সমস্যার কথা এদেশের প্রতিটি সচেতন মানুষেরই জানা।

একথা আজো সবাই উপলব্ধি করেন যে শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগ না করতে পারলে আমাদের সমস্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়াই ভেস্তে যাবে। সফল হবে না জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য এবং কৃষির উন্নয়ন। দক্ষ জনশক্তি বাড়বে না। দারিদ্র বিমোচনে সফলতা আসবে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিও সুদৃঢ় হবে না। দু'দুবার স্বাধীনতা লাভ করেছি আমরা। এই দীর্ঘ ৪৬ বছরে আমরা দেশের শিক্ষিতের হারকে সম্মানজনক পর্যায়ে নিতে পারিনি। কারণ, এই দীর্ঘ ৪৬ বছরে কোন সরকারই গণশিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেননি। হয়তো ইচ্ছে করেই দেননি। কারণ, শিক্ষিত জনগণকে শোষণ-বঞ্চনা করে দাবিয়ে রাখা কঠিন।

বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী বলেই মনে হয়েছে। কিছু পদক্ষেপ নেওয়াও হয়েছে। তবে এ পদক্ষেপে দুহাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' পুরাপুরি সফল হবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ, দারিদ্র বিমোচন যেমন দ্রুত সম্ভবপর হবে না, তেমনি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমবে বলে মনে হয় না। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং স্বল্প সম্পদ ব্যয়ে অতি দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হলেও দেশের জনগণের বিরাট একটা বয়স্ক সংখ্যা দীর্ঘদিন অশিক্ষিত থেকে যাবে। ফলে, সামাজিক উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং সুফল আসতে সময় লাগবে। তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে' সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

তাই, বর্তমান আর্থ–সামাজিক অবস্থা এবং দেশের চাহিদার কথা ভেবে এবং সুন্দর এক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করলাম। দেশের শিক্ষা বিস্তারে যারা ভাবেন তাদের নতুন কিছু চিন্তা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

১। বর্তমান অবস্থায় দেশের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। তাই, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার দিকেই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে।

এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গণমাধ্যমের মাধ্যমেই দিতে হবে। টেলিভিশনই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

২। শিক্ষার জন্য বিটিভিকে অবিলম্বে একটি 'শিক্ষা–চ্যানেল' খুলতে হবে। গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের উপযোগী করে টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করতে হবে।

৩। সূর্যাস্তের পর অন্তত দু'ঘন্টা করে একটি অনুষ্ঠান করতে হবে। এতে বর্ণমালা শিক্ষা থেকে শুরু করে অংক, বিজ্ঞান, সমাজ, পরিবেশ, কৃষি, গবাদিপশু পালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে এ ধরনের অনুষ্ঠান তৈরি এবং শিক্ষা দেবার মত বিশেষজ্ঞ আমাদের দেশেই রয়েছেন।

(বর্তমান উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থিগণের পাশাপাশি সাধারণ দর্শকগণও বিশেষ উপকৃত হচ্ছেন।)

বিষয়টি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া যেতে পারে।

৪। দেশের অন্য দুই বা তিনটি শহরে 'পূর্ণাঙ্গ টিভি ষ্টেশন' প্রতিষ্ঠার দাবী এই দরিদ্র দেশের জন্য মোটেই বাস্তবসম্পন্ন নয়। এতে অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন হবে না। খরচ বাড়বে। আমাদের মত ছোট দেশে এই বিলাসিতা না করে এই টাকায় দ্বিতীয় চ্যানেল খুলুন।

৫। 'পূর্ণাঙ্গ টিভি ষ্টেশন' করার চিন্তা বাতিল করে ঐ অর্থে দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে (ছোট হলেও ১৪"–১৭") রঙিন টিভি সেট প্রদান করুন এবং গ্রামের সাধারণ মানুষকে দেখানোর ব্যবস্থা করুন।

যেখানে এখনও বিদ্যুৎ নাই সেখানে ব্যাটারি চালিত সেট প্রদান করুন। গ্রামের সাধারণ মানুষই এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং চালানোর দায়িত্ব নেবে তাদের বিনোদনের স্বার্থে।

৬। ২য় চ্যানেলে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি বিনোদনের ব্যবস্থাও করতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষের উপযোগী পল্লীগীতি, কৌতুক, যাত্রানুষ্ঠানও মাঝে মাঝে দেখাতে হবে। অনুষ্ঠানের মাঝে তাদের ধরে রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনও দেয়া যেতে পারে।

৭। ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানের সময়সীমা বাড়াতে হবে। সকালেও এক ঘন্টার অনুষ্ঠান করতে হবে। তবে, প্রথম দিকে সন্ধ্যার পর করাই শ্রেয়। কারণ, এই সময় মানুষের তেমন কাজ থাকে না। তাছাড়া দিনের আলোয় বাইরে খোলা জায়গায় টিভি দেখা অসুবিধাজনক। গ্রামে সাধারণত বহু মানুষকে দেখানোর জন্য টিভি সেট ঘরের বাইরে আনা হয়। তাই সান্ধ্য অনুষ্ঠানই অধিকতর সুবিধাজনক।

শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। এশিয়ায় বহু উন্নয়নশীল দেশ গণশিক্ষা বিস্তারে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, যে দেশে শিক্ষিতের হার যত, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর সংখ্যাও তত। তাই, দেশের প্রধানতম সমস্যা 'জনসংখ্যা সমস্যার' সমাধান করতে হলে গণশিক্ষা বিস্তার এবং টিভির মত গণমাধ্যমকে দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে হবে। ৬৮ হাজার গ্রামে একটি করে টিভি সেট দিলে সরকারের খরচ হবে ৫০ কোটি টাকার মত যা একটি দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মোটেই বেশী নয়। অথচ, ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

৮। দ্বিতীয় চ্যানেল খুলতে হয়তো সরকারের কিছু সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তাই বর্তমান টিভির সময়সূচীর কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রতিদিন অন্তত এক ঘন্টার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করুন। (যেমনটি করছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য)।

৯। বিদেশী ফিল্ম আর কার্টুন মুষ্টিমেয় লোক উপভোগ করতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথা ভেবে কিছু পাশ্চাত্য ছায়াছবি বন্ধ করে হলেও 'গণশিক্ষার অনুষ্ঠান' শুরু করতে হবে। কারণ, দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষকে বঞ্চিত করে টিভি অনুষ্ঠান পরিচালনা করার অধিকার কোন বিবেকসম্পন্ন গণতান্ত্রিক দেশের লক্ষ্য হতে পারে না।

তাই আসুন, অনেক দেরী হয়ে গেছে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত করতে এগিয়ে আসি। গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত 'বিনোদন–বিহীন' মানুষের কাছে টিভি পৌছে দেই। তাদের মত করে অনুষ্ঠান তৈরি করি। বিজ্ঞাপন দেই এবং দেশ গড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এ মাধ্যমটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে শিক্ষার আলো বিস্তার করে শিক্ষিত এবং উৎপাদনশীল এক দক্ষজনশক্তি গড়ে তুলি এবং বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানিত জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈক শিক্ষক,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।